দৈনিক বাংলা

25

তারিখ 09 JUN 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

9

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ জানিয়েছেন যে আগামী বছরের গোড়া থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এর জন্যে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মর্নিং শিফট চালু করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। আমাদের জাতিকে যদি জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হয় এবং কাংখিত ও সর্বাত্মক অগ্রগতি সাধন করতে হয় তাহলে গোটা জাতিকেই শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। অথচ দুঃখের বিষয় জাতির বিরাট অংশই শিক্ষাবঞ্চিত, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগও আজ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের ললাটে জোটেনি। কেননা সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও ইতিপূর্বে এব্যাপারে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকারই প্রথম দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কৃতসংকল্প গ্রহণ করেন। সরকার এর জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কাজও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন। এখন এই মহতী লক্ষ্যটি বাস্তবায়নের পালা। বলাবাহুল্য, কাজটি সহজ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের বিরাট জনসংখ্যার কথা অর্থাৎ সম্ভাব্য বিপুল ছাত্র সংখ্যার কথা এবং তাদের অভিভাবকদের অপরিসীম দারিদ্র্যের কথা।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে যে ছাত্রসংখ্যার স্ফীতি ঘটবে বর্তমানের সামান্য সংখ্যক বিদ্যালয় তার জন্য যথেষ্ট নয়। ঐসব স্কুলে যা শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম আছে প্রকৃতপক্ষে তা বর্তমান ছাত্রসংখ্যার প্রয়োজনই পূরণ করতে পারে না, সুতরাং তাদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গেলে সেই সমস্যাও দেখা দেবে। তেমনি প্রয়োজন হবে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের। দরকার হবে বিপুল সংখ্যক বইপুস্তকের।

অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আনবার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে। অনেক পিতামাতা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নেহায়েত চরম দারিদ্র্যের কারণে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারে না। সুতরাং সেইসব অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা যায় না। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নয়, বরং তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুরোপুরি সম্মতি নিয়েই তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে হবে। অন্যদিকে ঐসব ছাত্র যাতে কিছুদিন পর স্কুল ত্যাগ না করে সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবার মতো পাঠ্যসূচী ও বিদ্যালয়ে পাঠ্যবর্হিভূত বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যবস্থা। এর অর্থ হল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে; উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। সরকার এর জন্য মাধ্যমিক স্কুলে মর্নিং শিফট করার ব্যাপারে যে চিন্তাভাবনা করছেন আমাদের কাছে তা বাস্তবসম্মত বলে মনে হচ্ছে। তবে তা-ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে বলে মনে হয় না; সেক্ষেত্রে অন্যান্য সুলভ উপায়ের কথাও ভাবতে হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা একটা বিরাট কর্মকান্ড। এর হাজারটা দিক আছে; হাজার রকম সমস্যা আছে। আমাদের মতে তাই এখন থেকেই সম্ভাব্য সমস্যার কথা ভেবে এবং তা সমাধানের পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই শুরু করতে হবে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ।